যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৪২

১/ বিবিধ

আরবী

إذا زلزلت " تعدل نصف القرآن، و" قل يا أيها الكافرون " تعدل ربع القرآن، و" قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن

منكر

أخرجه الترمذي (2/147) والحاكم (1/566) من طريق يمان بن المغيرة العنزي: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وضعفه الترمذي بقوله: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة

قلت: وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب ". بل قال فيه البخاري: " منكر الحديث

وهذا منه في منتهى التضعيف له. وقال النسائي: " ليس بثقة

وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد "! فتعقبه الذهبي بقوله

" قلت: بل يمان ضعفوه

قلت: وقد روي الحديث عن أنس بن مالك مرفوعا نحوه

أخرجه الترمذي (2/146) والعقيلي في " الضعفاء " (ص 89) عن الحسن بن سلم بن صالح العجلي: حدثنا ثابت البناني عنه. وقال الترمذي: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم

قلت: وقال العقيلي: " الحسن هذا مجهول، وحديثه غير محفوظ. وقد روي في " قل هو

الله أحد

أحاديث صالحة الأسانيد من حديث ثابت، وأما في " إذا زلزلت " و" قل يا أيها الكافرون " أسانيدها تقارب هذا الإسناد

وقال الذهبي في الحسن هذا: لا يكاد يعرف، وخبره منكر. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات

قلت: والفقرة الأولى من الحديث قد رويت من طريق أخرى عن أنس بلفظ: " ربع القرآن " وسنده ضعيف، وقد أوردته شاهدا في السلسلة الصحيحة الأخرى (588) وقد قواه بعضهم أعني اللفظ المذكور، فقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في " الفتح الجليل " (ق 248/1) الحديث بلفظ: " من قرأ سورة " إذا زلزلت الأرض " أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله

وقال: " رواه الثعلبي بسند ضعيف، لكن يشهد له ما رواه ابن أبي شيبة مرفوعا: " إذا زلزلت " تعدل ربع القرآن

وذكر نحوه الخفاجي في حاشيته (8/390) وزاد: " فظهر أنه حديث صحيح، ليس كغيره من أحاديث الفضائل

قلت: ولم يظهر لي ذلك لأن الشاهد الذي عزاه لابن أبي شيبة ما أظنه إلا من طريق سلمة بن وردان عن أنس مرفوعا وسلمة ضعيف، وقد خرجته في " السلسلة الأخرى " (588) شاهدا كما سبقت الإشارة إليه، ولأن سند الثعلبي لم أقف عليه. فالله أعلم

ثم وجدت للحديث شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا به

أخرجه أبو أمية الطرسوسي في " مسند أبي هريرة " (195/2) عن عيسى بن ميمون: حدثنا يحيى عن أبي سلمة عنه

قلت: لكنه إسناد ضعيف جدا؛ عيسى بن ميمون الظاهر أنه المدني المعروف بالواسطي، ضعفه جماعة، وقال أبو حاتم وغيره: " متروك الحديث

وأبو أمية نفسه صدوق، كما قال الحافظ، فلا يصلح شاهدا.

وأما الفقرة الثانية فلها شواهد عدة، ولذلك خرجتها في " الصحيحة " (586) وأما

الفقرة الثالثة: " قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن
فهو حديث صحيح مشهور من رواية جمع من الصحابة، في " الصحيحين " وغيرهما، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1314) و" الروض 1024 "، " التعليق الرغيب" (2/225)

বাংলা

১৩৪২। 'ইযা যুলযিলাত' সূরা কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন' কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান আর 'কুল হুঅল্লাহু আহাদ' এক তৃতীয়াংশের সমান।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১৪৭) ও হাকিম (১/৫৬৬) ইয়ামান ইবনু মুগীরাহ আল-আনাযী হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী নিম্নলিখিত ভাষায় দুর্বল আখ্যা দিয়েছেনঃ এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র ইয়ামান ইবনু মুগীরাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকেই এটিকে আমরা চিনি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। বরং তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। তার থেকে এ মন্তব্য তার খুবই দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছে। নাসাঈ বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

তবে হাকিম বলেছেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ ইয়ামানকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটিকে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে মারফু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১৪৬) ও ওকায়লী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ৮৯) হাসান ইবনু সালাম ইবনে সালেহ আজালী হতে, তিনি সাবেত বুনানী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি গারীব। একমাত্র (এ শাইখ) হাসান ইবনু সালামের হাদীস হতেই এটিকে চিনি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ওকায়লী বলেনঃ এ হাসান মাজহুল (অপরিচিত)। তার হাদীস নিরাপদ নয়।

সুরা কুল হুঅল্লাহু আহাদ এর ফাযীলাত সম্পর্কে সাবেতের হাদীসে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর সূরা ইযা যুলযিলাত এবং সূরা 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন এর ফাযীলাতের ব্যাপারে এ সনদের নিকটবর্তী সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয যাহাবী বর্ণনাকারী এ হাসান সম্পর্কে বলেনঃ তাকে চেনা যায় না আর তার হাদীস মুনকার। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে এমন হাদীস বর্ণনা করেন যা নির্ভরশীলদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আলোচ্য হাদীসটির প্রথম অংশটি আনাস (রাঃ) হতে ভিন্ন সূত্রে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছেঃ ইযা যুলযিলাত' হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশ। এর সনদটি দুর্বল। অন্য সিরিজের মধ্যে এটিকে আমি শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ এটিকে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন।

শাইখ যাকারিয়া আনসারী "ফাতহুল জালীল" গ্রন্থে (কাফ ১/২৪৮) হাদীসটিকে নিম্নের বাক্যে উল্লেখ করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি 'ইযা যুলযিলাতিল আরয' সুরা চারবার পাঠ করবে সে যেন সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করল।"

অতঃপর তিনি বলেনঃ এটিকে সালাবী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু আবী শাইবাহ এ সূরা সম্পর্কে মারফু হিসেবে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা এটির সাক্ষ্য প্রদান করেঃ

"ইযা যুলযিলাত" সূরা কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।

খাফাযী অনুরূপ হাদীস তার হাশীয়াতে (৮/৩৯০) উল্লেখ করে বলেছেনঃ প্রকাশ থাকে যে হাদীসটি সহীহ। এটি ফাযাইলের হাদীসের মধ্য থেকে অন্যান্য হাদীসের মত নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আমার নিকট তা প্রকাশিত হয়নি। কারণ ইবনু আবী শাইবাহ কর্তৃক বর্ণিত যে শাহেদের কথা বলা হয়েছে আমার ধারণা তা আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে সালামাহ ইবনু আরদান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আর এ সালামাহ হচ্ছে দুর্বল।

অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফু হিসেবে হাদীসটির আরেকটি শাহেদ আমি পেয়েছি।

এটিকে আবু উমাইয়্যাহ তারসূসী "মুসনাদু আবী হুরাইরাহ" (রাঃ) গ্রন্থে (২/১৯৫) ঈসা ইবনু মায়মূন হতে, তিনি ইয়াহইয়া হতে, তিনি আবূ সালামাহ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কিন্তু এ সনদটি খুবই দুর্বল। বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যায় যে ঈসা ইবনু মায়মূন হচ্ছেন মাদানী যিনি অসেতী নামে প্রসিদ্ধ। তাকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবু হাতিম প্রমুখ বলেছেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

স্বয়ং আবু উমাইয়্যাহ সত্যবাদী সন্দেহ পোষণকারী। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। অতএব এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়।

তবে আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে একাধিক শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে সেটিকে আমি "সিলসিলাহ সহীহাহ" গ্রন্থে (৫৮৬) উল্লেখ করেছি।

আর তৃতীয় বাক্যটি অর্থাৎ "কুল হুঅল্লাহু আহাদ" কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। এ সম্পর্কে একদল সাহাবী হতে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এটিকে আমি "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (১৩১৪) উল্লেখ করেছি।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72221

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন